The ugly truth

Ashish Kumer Saha

So, what is the secret behind a successful career? The answer is very simple, hard work and dedication. However, you will also need some luck in your favour to overcome the obstacles.

Why some people are more fortunate than others are, or why some people get more opportunities than others do? Some may say 'God' favours some individuals, I wonder what might the non-believers explanation about luck? My understandings suggest that people with strong social network get more opportunities in life to build a successful career.

There is a common term in Bangladesh "you need to have a powerful uncle to get a job". Although, some of us may argue, "grass is greener on another side", and hope that the developed countries definitely evaluate the talent of a person rather than powerful recommendations. However, the facts are not always the same. Many people with high qualification had to go through an immense struggle to find a suitable job in countries like Australia, USA, and Singapore.

Once, one of my friends told me "to get a job in Australia it does not matter what you know, but it matters who you know". The fact is, in every part of the world the recommendations are highly valuable to get a job. However, there is a remarkable difference how the recommendations are evaluated in different regions. In some continents recommendation for a job or for scholarships are easy to get, some people even write a

There can be many factors. Firstly, suitability for that particular position. Furthermore, the commitment and the trustworthiness of the job seeker are also played a vital role. These things, a person had to consider before recommending you to his organization.

Thus, to get a recommendation from your friend or relative in countries like Australia or USA you have to express your desire to work and you could be trusted in that position for a longer period of time. Finally, yet importantly, you have to remind him the necessity to get into the workforce.

Therefore, it may sound ugly that to get a job you have to know certain people, but still, to know the important people requires a skill of its own. Thus, there is no harm to building up a good social network and try to express your knowledge and skills in a subtle way. More often or not, people who can express their talent are more successful, comparing to the person who might be more knowledgeable but lacks behind in communication skills.

-----○-----

SareeN

We get what you desire!!

Selling wide range of attractive collections and designs of Bangladeshi Sarees, Kurtis and Salwar Kameez at a

বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০১৭,
সপ্তম সংখ্যা
Magazine 2017, Issue 7
আশ্বিন ১৪২৪,
September 2017

বন্ধন পরিষদ
সংগীতা সাহা
শর্মিষ্ঠা সাহা
বিশ্বজিৎ বসু

BANDHAN Committee
Sangita Saha
Sharmistha Saha
Biswojit Bose

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
আশীষ কুমার সাহা

Cover & Design
Ashish Kumer Saha

সম্পাদনা
সংগীতা সাহা

Editor
Sangita Saha

কৃতজ্ঞতা

সূচীপত্র

Mahishasur Bodh - By Shreya Sarker ৩

Durga Puja in Perth - Promiti Sarker ৩

Arjuna and the Clay Dove – Ananyna ৪

Durga Puja - Srija Sarker ৪

THE CRAZY WIZARD - Adri Paul ৫

Book Review “Beast Quest” – Prithul ৫

Ma Durga - Indo Roy ৬

Future - Gourab Sharma ৬

জগজ্জননী মা দুর্গা ও আমার ভাবনা - সজীব কুমার বসু ৭

SPIRITUAL CONCEPT - Panna Barua **৭**

যুগ আসে যুগ যায় মহিষাসুররা রঙ বদলায় – তন্ময় দেবনাথ ৯

সেদিনও ছিল রবিবার – বিশ্বজিৎ বসু ১০

প্রবাসে বসন্তও পূর্ণিমা – নায়লা আজীজ মিতা ১৩

Bengali Speakers of WA - Rita Afsar ১৪

ও কিছু না – অভিজিত দাস সরকার

তোমাকে স্বাগতম - চামেলী বসু ২৪

কিশোরীর স্বপ্নগাঁথা – শেখর বরণ ২৪

ঈশ্বর সমীপে – চন্দ্রা বসু ২৫

সুন্দর ভোর – অপু শহীদ ২৫

একদিন ফিরবো – সাখাওয়াত রিপন ২৫

প্রেমের পরিচয় – নীলাভ আনোয়ার ২৫

অব্যক্ত আলাপন – সংগীতা সাহা ২৬

কবিতার আড়ালে - এল.জি.নবী ২৬

অর্জুনগাছ ও কৃষ্ণচূরার গল্প – আফিয়াত অন্ত লুবনা ২৭

নিউ বৃন্দাবন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া – মিনু সাহা ২৭

ট্রাভেলার'স স্টোরী অব নেপাল – পান্থ আফজাল ২৮

ঃ স্যার কাঁদছে.. শুনতে পাচ্ছেন... ভা
নি..
ঃ চুপ করুন আপনি। মিতু..মিতু...
ঃ জ্বী.. স্যার.. আ..মা..র.. ভ..য়.. চু..
ঃ আরে আপনিও জ্ঞান হারাবেন নাকি?
আমিন জ্ঞান হারিয়ে লিফট ম্যানের গা
ম্যান আমিনকে ধরে শুইয়ে দিয়ে চোখ
বসে থাকে। চারদিক একদম নিস্তব্ধ হয়ে
উজ্জ্বল অবাক হয়ে শব্দটা শুনতে থাকে..
ঃ আশ্চর্য! সত্যিই কান্নার মত শব্দ আসছে
ঃ হুম.. ঠিক কথা.. কান্নাটা ভুতের না
আমিন সাহেব আপনি কি আবার অ
দাঁড়ান..দাঁড়ান.. ওয়েট করুন..
ঃ উজ্জ্বল.. তুমি কি মজা করছো?
ঃ হ্যাঁ করছি.. ভালো করে দেখো ব্যাপা
শব্দটা হচ্ছে, খুলে দিলে হচ্ছে না..
শব্দ হচ্ছে, পাচ্ছো?
ঃ হ্যাঁ.. বাতাসের শো শো শব্দ..
ঃ ঠিক, বাতাসের শব্দ।
ঃ কিন্তু.. বাতাসের শব্দের সাথে.. ওহ!
বাতাসের শব্দটাই..
ঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই..
আমিন আর লিফট ম্যান মুখ চাওয়াচায়ি
ঃ আমরা এখনো বুঝতে অপারগ স্যার..
উজ্জ্বল যথা সম্ভব সহজ করে বুঝিয়ে বলা
ঃ পাশাপাশি দুইটা বড় বড় বিল্ডিং মাব
দুইটারই একই পাশে রাস্তা অর্থাৎ
বাধা পাচ্ছে না। বাতাস এসে ঢুক
মাঝখান দিয়ে.. আর বিল্ডংয়ের দেয়
বাধা গ্রস্ত হচ্ছে। দরজা বন্ধ করলে
এসেও ধাক্কা লাগছে। আর রাতের
বলে গাড়ি গুলো বেশি গতিতে ছুট
দিচ্ছে, তখন দুয়ে মিলে কান্নার মত
গেলো আমিন সাহেব.. আবার শুনবেন
করলাম।
ঃ জ্বী.. জ্বী.. না স্যার..

সাথেসাথেই মিতু পর্দা নামিয়ে দেয়। এটা কি দেখলো সে? বারান্দায় মনে হলো কেউ বসে আছে? তা কি করে হয়? যদিও খুব ভয় করে.. তবু নিশ্চিত হবার জন্য আবার দেখে.. নাহ; কোনো ভুল নেই। ওখানে একজন বসে আছে আর সেই বসে বসে কাঁদছে। মিতুর মাথা ঘুরে ওঠে! কোন রকমে সে এসে খাটে বসে, মনে হতে থাকে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে! পাশে রাখা বোতল থেকে পানি পানের চেষ্টা করে; পানিও যেনো গলা দিয়ে নামে না! শরীর কাঁপতে থাকে তার। কোন মতে মোবাইল হাতে নেয় তারপর উজ্জ্বলকে ফোন করে। উজ্জ্বল ঘুম জড়ানো কণ্ঠে ফোন ধরে।

ঃ হ্যালো.. মিতু বলো কি হয়েছে? আরে কাদঁছো কেনো? মিতু..

ঃ আমি দেখেছি..

ঃ কি দেখেছো?

ঃ বারান্দায়..

ঃ কি?!

ঃ বসে কাঁদছে..

ঃ কে কাঁদছে!?

ঃ মানুষ.. বারান্দায় বসে কাঁদছে..

ঃ কি বললে? তুমি কি পাগল হলে? আমরা ১১তলায় থাকি, এই খানে কোনো মানুষ কি করে আসবে?

ঃ পাগল হবো কেনো? যা নিজের চোখে দেখেছি তাই বললাম।

ঃ তোমার কি মনে হচ্ছে না এটা অসম্ভব? ১১তলার বারান্দায় কোনো মানুষ কি করে ঢুকবে?

ঃ মানুষ তোমাকে কে বলল?

ঃ তাহলে কি? ভুত? হা..হা.. তুমি তো দেখছি সত্যিই পাগল হয়েছো? ভুত বলে যে কিছু নেই তুমি জানো না...

ঃ হ্যাঁ, আমি পাগল, আমি ভুত দেখেছি, আর কান্নার শব্দটা.. আমি এখন রাখি। তোমার নীতিকথা শুনতে ইচ্ছে করছে না।

মিতু কল কেটে দেয়। উজ্জ্বল আবার ফোন করে মিতু ধরে না। আচমকা বিদ্যুৎ চলে যায়। মিতু চিৎকার করে ওঠে... আলো.. আলো কোথায় গেলো? এত অন্ধকার কেনো? সিকিউরিটি...

কান্নার শব্দ আরো স্পষ্ট হয়। মিতু বিড়বিড় করতে থাকে কিন্তু কি বলে বোঝা যায় না।

সকাল হয়। সকাল হতেই আবার উজ্জ্বল, মিতুকে ফোন করতে শুরু করে কিন্তু মিতু ফোন ধরে না। রাগ করে এতক্ষণ ফোন না ধরে থাকার মেয়ে মিতু না। একসময় মোবাইল সুইচ অফ বলতে

ঃ হ্যাঁ.. হ্যাঁ.. চলুন.. কিন্তু এত রাতে তো লিফ্‌ট বন্ধ, লিফট্ চালু করতে হবে..

ঃ তাড়াতাড়ি করেন..

আমিন লিফট ম্যানকে ডেকে তুলে লিফট্ চালু করায়। উজ্জ্বলের মনে হতে থাকে প্রত্যেকেই অনেক বেশি সময় নিয়ে কাজ করছে! প্রতিটা সেকেন্ড তার কাছে মনে হয় অনন্তকাল..। উপরে উঠে বিকল্প চাবি দিয়ে দরজা খুলে সবাই মিলে ভিতরে যায়.. ঘরের সবগুলো আলো জ্বলছে.. উজ্জ্বল মিতুকে ডাকতে ডাকতে বেড রুমে গিয়ে দেখে মিতু মেঝেতে শুয়ে আছে! বুঝতে পারে মিতু জ্ঞান হারিয়েছে। আমিন পানি এগিয়ে দেয়। কান্নার শব্দ ভেসে আসে.. আমিন শুনতে পেয়েই বলে ওঠে,

ঃ স্যার কাঁদছে.. শুনতে পাচ্ছেন... ভাবি তো কিছু ভুল বলেন নি..

ঃ চুপ করুন আপনি। মিতু..মিতু...

ঃ জ্বী.. স্যার.. আ..মা..র.. ভ..য়.. চু..

ঃ আরে আপনিও জ্ঞান হারাবেন নাকি?

আমিন জ্ঞান হারিয়ে লিফট ম্যানের গায়ের উপর পরে। লিফট ম্যান আমিনকে ধরে শুইয়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে চুপ করে বসে থাকে। চারদিক একদম নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু কান্নার শব্দ। উজ্জ্বল অবাক হয়ে শব্দটা শুনতে থাকে..

ঃ আশ্চর্য! সত্যিই কান্নার মত শব্দ আসছে..

মিতু আর আমিনের জ্ঞান ফেরে।

ঃ উজ্জ্বল ওই.. শোন.. কাঁদছে..

ঃ আমিও শুনতে পাচ্ছি ম্যাডাম..

ঃ আমিও শুনছি.. আমিন সাহেব চলুন দেখি কি ব্যাপার...

ঃ না স্যার আমাকে মাপ করবেন.. আমার ভয় করছে..

উজ্জ্বল লিফট ম্যানের দিকে তাকায়.. এইবার লিফট ম্যান ধপাশ করে পরে যায়।

ঃ আমি একাই দেখছি.. উজ্জ্বল উঠে দরজা খোলে.. আর সাথে সাথেই কান্না বন্ধ হয়ে যায়!

ঃ কি হলো? দরজা খোলার সাথে সাথে কান্না বন্ধ হয়ে গেলো কেনো?

ঃ আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে স্যার...

ঃ নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে.. দরজা বন্ধ করি তো..

দরজা বন্ধ করলে কান্নার শব্দ শুরু হয়। উজ্জ্বল আবার দরজা খুলে দেয়। কান্না বন্ধ হয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে কান্না শুরু হয়। উজ্জ্বল কি যেনো ভাবে। মিতু কিছু একটা বলতে যায়.. উজ্জ্বল

Mahishasur Bodh

Shreya Sarker

This is a story about Ma Durga, th
destroys all evil things.

To resist the feud between th
Devotas lived in the Heaven and t
lived on the earth. The Lord Ind
king in the Heaven among the D
Aushors became the king in tu
Earth. Moshishasur was ble
immortality by the Lord Brah
pleased with his (Aushor's)
devoted meditation. When
Mahishasur became the king, he
over the world and even on Hea
with the blessed power in unethic
ways. Taking control of the D
demanded that they all leave thei
Heavens.

Feeling defeated due to the lo
home, the Devotas decided to as
Lord Brahma for a solution. Lo
calmly thought and came though
up with an incredible idea.
explained to the Devotas,
combination of their superior po
trigger the creation of Devi. He
that this Devi could conquer Mah
give them their beautiful ho
Following Lord Brahma's wise
Devotas began to combine their
magical light appeared and bef

the outdoors. We can do whatever we want with the time we have!

In Perth, we might celebrate Durga Puja completely differently to other people… but that is okay! In my opinion, there is nothing wrong with we do this. Our Durga Puja is perfect the way it is!

-----○-----

Arjuna and the Clay Dove

Ananyna Sharma

A few weeks ago, I was preparing for my dance exam and I could not concentrate on practising as I kept on getting distracted by other things that interested me.

I immediately remembered a story I had heard from my parents and it went a little something like this.

One day, the guru Dronacharya held an archery competition for the nation's best archers. Archers from far and wide travelled to participate in this prestigious competition in order to gain acknowledgement for their talents. One of the archers was the famous Arjuna. Dronacharya called all the contestants over to a tree with a clay dove sitting in one of the branches. He told them, "Tell me what you see. After this, shoot the dove out of the tree." One by one, each archer, bubbling with excitement and overconfidence, anticipated their turn. Most of the responses to Dronacharya's first question was, "I see a dove in a tree." or, "I see a clay dove on a branch."

He looked him in the eye and told him, "You see, young prince, the power of concentration."

-----○-----

Durga Puja

Srija Sarker

For Durga Puja I will be performing a dance about the mighty Maa Durga. The song made me curious to know more about her so I asked my grandpa to tell me the tale of Durga. My grandfather happily agreed and began the story.

Maa Durga's family consisted of her father Himalay, mother Menoka and her husband Maha Dev who all lived happily in Koilash, a part in the Heaven. She had four children, two boys Kartick and Ganesh and daughters Lakshmi and Swarasati. Maa Durga and her four children annually arrive on earth for the celebration of the Puja.

On Sosti, Saptomi, Austomi, Nabomi and Dashomi, we celebrate her through use materials such as fruits, flowers, milk, sugar, ghee, candles etc. for her puja. On Dashomi, the last day, we celebrate the defeat of Mahishasur and we say our farewells as she returns to her father's place with her children. Following her tradition, Bengali daughters return to their father's places after the puja. We pray to her that she will return again next year to fulfil our blessing once again.

Living in Perth, we are only able to celebrate Durga Puja for one day, but it is just as fun. For the special occasion, our parents buy us new clothes and other presents. In the morning, we have our prayers and break our fast during lunchtime. In the evening, we

ঃ হ্যালো.. হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি ভালো করে
রাতে বাচ্চা.. বড়.. কোথাও কেউ কঁ
বিল্ডিংয়েই খোঁজ নিয়েছি। কি বললেন
বলছেন? দেখুন ম্যাডাম, ১৫তলা বিল্ডিং
পর্যন্ত মার্কেট আর ৬তলা থেকে ফ্ল্যাট
১৯টা করে ফ্ল্যাট। কিন্তু সব ফ্ল্যাটে তো
ম্যাডাম, সম্পূর্ণ বিল্ডিংয়ে বাড়িওয়ালা অ
আপনারা সহ মাত্র ৩৭টা পরিবার।
নখদর্পনে, কোথাও উল্টা পাল্টা কিছু ঘ
নেই। খোঁজ খবর রাখাই তো আমার
পাশের বিল্ডিং গুলোতে তো ম্যাডাম কাজ
তো রাতে কেউ থাকে না।

ঃ তাহলে!

ঃ তাই তো ভাবছি ম্যাডাম.. আপনি কি
শুনলেন!

ঃ কি.. কি বলেন এই সব!?

ঃ কোনো ভয় নেই ম্যাডাম, আমরা তো
ম্যাডাম.. কোনো অসুবিধা হলে জানাবেন, বে

মিতুর চিন্তা হতে থাকে.. সত্যিই কি রাতে
সে যে স্পষ্ট শুনলো! তাও দীর্ঘ সময় ধরে
ভুত! সে আর ভাবতে পারে না। তার মা
থাকে। মিতু উজ্জ্বলকে ফোন করে.. মোবাই
থেমে যায়। কোন কাজে মন বসে না মিতুর
কি করবে সে? আজ রাতেও যদি..! আর ভ
সব আলো জ্বেলে বসে থাকে সে। জোড়ে
ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে ইন্টারকমে রিং বে

ঃ সরি ম্যাডাম বিরক্ত করলাম, আসলে ম্যাড
ম্যাডাম তাড়াতাড়িই বলছি ম্যাডাম.. আস
ম্যাডাম, ম্যাডাম ম্যাডাম করছি না বল
আসলে বলতে ভুলে গেছিলাম.. আপনার
আগে আরও একটা ফ্যামিলি এসেছিলে
থেকেই চলে যায়। তারা কি কারনে চলে
ম্যাডাম। অবশ্য তারা চলে গেছে বলেই এ
তারাও আপনার মত ভুতের কান্না শুনেছে
অন্তত জানতাম, তাইনা ম্যাডাম? কোন ভ

ভয়..!

সুস্মিতা সাহা

আহ্..হা.. আলমারিটা ওভাবে টানলেতো ঘষা লেগে দাগ পরে যাবে। সবাই একসাথে ধরেন। চারজন লেবার কি এমনি এমনি নেয়া হয়েছে! মিতুর কথা শুনে লেবাররা আরো যত্নের সাথে আলমারিটা তুলতে থাকে। উজ্জ্বল বিরষ মুখে তাকিয়ে থাকে আলমারিটার দিকে। বাসা বদলের এই এক ঝামেলা! জিনিস পত্র নষ্ট হবেই! উজ্জ্বল.. আমি উপরে চলে যাই, তুমি এখানে থাকো। মিতুর ডাকে উজ্জ্বল সচেতন হয়, বলে.. এ্যা..হ্যাঁ.., সেই ভালো। তুমি উপরে যাও.. উপরে মালপত্র নিয়ে গেলে কোনটা কোথায় বসবে একবারে দেখিয়ে দিও। মিতু লিফটের কাছে চলে যায়। তাদের এই নতুন বাসাটা পনেরো তলা বিল্ডিংয়ের এগারো তলায়। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। একপাশে বড় রাস্তা আর একপাশে আঁকাবাঁকা সরু লেক তার ওপারে অন্য বিল্ডিং। ফ্ল্যাটটা বেশ সুন্দর! দুইপাশে দুইটা বড় বারান্দা। একদম খোলামেলা বলেই এগারো তলায় ওঠা। আর তাছাড়া কর্ণারের ফ্ল্যাট বলে আকাশ রঙা জানালার গ্লাস খুলে দিলে আলো বাতাসে উড়োউড়ি অবস্থা।

আরেরে.. রে.., সাবধানে.. সাবধানে.. ড্রেসিং টেবিলের গ্লাসটা ভেঙ্গে ফেলবেন নাকি! হ্যাঁ, ঠিক আছে এই ভাবে ধরেন। লিফট থেকে মাল নামানোর সময় সাবধানে নামাবেন, আপনাদের আপা ওখানে দাঁড়ানো আছে। তিনি যেখানে যেটা রাখতে বলবেন সেখানে সেইটা রাখবেন। ড্রেসিং টেবিলটা সাবধানে ধরে নিয়ে লেবাররা চলে যায়। উজ্জ্বল বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারের দায়িত্বে থাকা আমিনুল ইসলামকে খুঁজে বের করে। আমিনুল ইসলাম তার কার্ড দিয়ে বলে, সিকিউরিটি ও অন্যান্য যে কোনো প্রয়োজনে তাকে জানালেই চলবে।

মালপত্র তোলা শেষ করে লেবাররা চলে গেলে উজ্জ্বল আর মিতু দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে দোকান থেকে কিনে আনা লাঞ্চ করে নেয়। তারপর দুজনে মিলে ঘর গোছানো শুরু করে। রান্না ঘরের গ্যাসের চুলা হতে শুরু করে ফ্যান, লাইট, টেলিভিশন, জানালার পর্দা সব দুজনে মিলেই সেট করে। একসময় বারান্দায় গিয়ে মিতু অবাক হয়ে যায়! বারান্দা থেকে সম্পূর্ণ ঢাকা শহরটাই যেন দেখা যাচ্ছে! পাশের অন্য বিল্ডিংও বেশ খানিকটা দূরে.. আর কি বাতাস.. বাসা ঠিক করার দিন এত কিছু চোখে পড়েনি কেন! ইস্.. শুধু রাস্তার গাড়ির শব্দটা যদি না থাকতো! উজ্জ্বল আপন মনে নিজের কাপড় গুলো গুছিয়ে নেয়। ভোর হলেই তাকে কাঁদছে! মিতুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সচেতন হয়ে ওঠে সে, কিসের শব্দ? কান্নার..! বাচ্চা কাঁদছে! না বড় মানুষ! মিতু নিশ্চিত হতে পারে না। কিন্তু.. এত রাতে কান্না কোথা থেকে আসছে? পাশের ফ্ল্যাটের হবে হয়তো। কিন্তু এত রাতে কাঁদে কেনো! কান্না তো থামছেও না.. কোনো বিপদ হয়নি তো? মিতু মনে মনে ঠিক করে কাল সকালে একবার খোঁজ নেবে। ক্লান্তিতে একসময় আবার ঘুমিয়ে পরে। দেয়াল ঘড়ির ঘন্টা এ্যালার্ম বেজে উঠতেই মিতু আতকা চোখ খুলে দেখে সকাল আটটা বেজে গেছে। ঠিক তখন উজ্জ্বলের কল আসে মিতুর মোবাইলে।

ঃ হ্যালো.. মিতু কেমন আছো?

ঃ আমি ভালো আছি। তোমার খবর কি? তোমার মিটিং কখন শুরু হবে?

ঃ এই তো একটু পরে। নতুন বাসায় রাতে একা একা ঘুম হয়েছিলো?

ঃ আর বোলো না, রাতে পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা খুব কান্নাকাটি করেছে, ওই শব্দে সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

ঃ পাশের ফ্ল্যাটে বাচ্চা পেলে কোথায় তুমি? পাশের ফ্ল্যাটে তো কেউ থাকেই না।

ঃ কি বলছো তুমি!? পাশের ফ্ল্যাটে কেউ না থাকলে, আমি কান্না শুনলাম কোথা থেকে!

ঃ সেটাই তো ভাবছি। শুধু পাশের ফ্ল্যাট কেনো, আমাদের অপজিট সাইডে যে ফ্ল্যাট গুলো সেখানেও তো কোন মানুষ নেই। তুমি লক্ষ্য করো নি?

ঃ কি! আমি তাহলে..

ঃ আমার মনে হয় উপরে কিংবা নিচে কোনো ফ্ল্যাটে বাচ্চা আছে।

ঃ হুম.. তাই হবে হয়তো.. আচ্ছা এখন রাখি।

ঃ ভালো থেকো।

উজ্জ্বলের কথায় মিতু ভাবনায় পড়ে যায়। সে কি একবার গিয়ে দেখে আসবে? সাথে সাথেই মিতু দেখতে বের হয়। পাশের ফ্ল্যাটেতো সত্যিই কেউ নেই! পরপর তিন চারটা ফ্ল্যাট দেখে মিতু। কিন্তু কোনো ফ্ল্যাটেই তো মানুষ নেই! অপজিটের ফ্ল্যাট

THE CRAZY WIZA

Adri Paul

Once upon a time, in a land very f
called Jeffrik. He was a wizard. Ev
crazy. He was capable to do any
could think of.

He used to live in a very old tree,
with its hidden door and windows
witch. He attended in a school of
age. He used to use magic for fu
To do magic, all he had to do is
magic stick and “Bam” somethi
happen.

One day he found an angry frog wi
this wizard got scared and ran aw
home and slide under his bed. He
hours. After that, he hopped into
magical animal and drove into the

Then the wizard went to the w
parked his car there. There were pe
who could do anything with magic
and yellow berge witch (it mea
language) in there.

The berge witch hated Jeffrik and
at him. However, it missed Jeffri
Jeffrik did is that he turned the ber
friend of the berge got angry bec
bad words to Jeffrik. So Jeffrik turn
Jeffrik also saw a robber and turne
with an eye, which is crazy.

After the festival Jeffrik left for his

Ma Durga " A power of all Goddess"

Indo Bhushan Roy

Durga puja or Sharad Utsav is the most awaited biggest Hindu festivals, particularly for the Bangalee Hindus. This puja festival brings life, culture and traditional harmony amongst the people. Every year all classes of Bangale people from home and abroad take all out preparation to make the occasion enjoyable and colourful. Last Year(2016) we celebrated the Puza in Perth, Australia where Bangalee Hindu community organised it with traditional religious and socio-cultural norms.

The Puza festival is mainly commemorated and involves the shakti of power goddess Durga which lays back to the story of the most powerful demon Mahisasur also known as the Buffalo Demon. Mahisasur got a boon from Lord Brahma that no one could defeat him and make him invincible but once he got all the Devine power, he started severe problem by killing people and eventually wanted to fight and uproot the Gods too. Gods in dismay created beautiful maiden with a combination of his powers and placed each of them of his or her potent weapon in one of her ten hands of Durga Mata riding a lion and she killed the demon Mahisasur and won back the heaven for Gods.

The main philosophy of the Durga Puja is to defeat evil force and establish a peaceful and indiscriminate society. In the Bengali month of

Therefore, nowadays Durga puja becomes more social festival than the religious events. In the current unstable situation in different parts of the world, we pray to the Ma Durga so that with her divine blessings she eradicates all evil forces.

-----○-----

Future

Gourab Sharma

One thing you always want to know
You never see it coming
But still it will show.

We try to find it out
But while trying we doubt.

Like our future generations
What will they do
Will they pass on traditions
Or see the world in our shoe.

Could we leave our future into their hands
Or keep on trying ourselves
In all of earth's lands.

Will they do the right thing?
We do not know as we cannot see the future
But they may cling
Onto what we tell them.

This is an issue
We all worry about

পার্থে পূজোর স্মৃ

বৈশাখী সরকার

শরতের শুরুতে শিশির ভেঁজা স
কাশফুল আর শিউলী ফুলের গন্ধে
ভরে উঠে; ঠিক তখনই বেজে
আগমনী বার্তা। ছোটবেলা থে
আসার আনন্দে উচ্ছোসিত সব
দেখতে থাকলাম, যতদিন যায়
থাকি তার উচ্ছলতা মলিন হতে
সেই শৈশবের পূজোগুলো ছিল অ
অনেক আবেগের।

ছোটবেলায় একটা আক্ষেপ সব
কেনো আমার ভারতে জন্ম হ
আমার বাংলাদেশে জন্ম হল? এ
আমার মামা, পিসিমণি ভারতে
পূজোয় একমাস স্কুল বন্ধ পায় অ
থেকে সবাই ঠাকুর দেখতে
আনন্দ করে; এসব আমাকে
কেননা আমাদের দেশে তো এত
আগে থেকে শুরু হয় না। কি
শুরু হতো নতুন জামা পরে অষ্ট
দেখা ঘোরাঘুরি করতাম, তখন
হতো; না আমার দেশের
ভাল, এখানেই বেশি আনন্দ,
থাকে আমার দূর্গা পূজো।

চৈতন্য

অসিত কুমার সাহা

|| চৈতন্য আত্মা – জ্ঞানম বন্ধন || – "Consciousness is the Self, knowledge is bondage" – আমরা এটা দেখতে পাই শিব সূত্রের এর প্রায় শুরুতেই, যা কিনা অদৈত্য বেদন্ত্য এর একটা অংশ। তাহলে চৈতন্য কি আত্মার একটা ভিন্য অবস্থা? না কি দুটো পৃথক পৃথক সত্বা? আমার অবস্থা অনেকটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় "নুনের পুতুলের সাগরের জল মাপার মতন "। অনেক গুরু, সদ্গুরু, ধর্ম গুরু, অধর্ম গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছি – কারো কাছে তেমন কোনো বিশ্বাস করার মতন উত্তর পেলাম না । ঠিক কি করে আত্মাকে জানব তারও কোন হদিস করে উঠতে পারলাম না।

এক প্রভু বললেন ভগবানের নাম করো – আমি জানতে চাইলাম "অনেক রকম ভগবানের মূর্তি তো দেখি – তো কার নাম করবো?" কেউ কেউ বলেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেও নাকি ভগবানকে জানা যায় – প্রশ্ন থেকে যায় কোন মন্ত্র উচ্চারণ করবো? যখন কোথায় কোনো হদিস পেলাম না, তখন নিজে নিজেই চেষ্টা করছি যদি আত্মা কে জানা যায় । আমার সেই উপলব্ধির কথাই এখানে কিছু বলবো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "যত মত তত পথ"। তার মানে আমার পথ আমাকেই বার করতে হবে।

স্বামী ভজনানান্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, এর লেখা পরে বুঝলাম যে অদৈত্য বেদন্ত্য হচ্ছে সবথেকে

অদৈত্য বেদন্ত্যে থেকে জানা যায় সমস্থ জীব এবং অজীব অজ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত – অজ্ঞানতাই জীব এবং অজীব এর আসল সত্তা জানতে দেয়না।

আত্ম জ্ঞানই বলে দেয় "আমি " আছি অতএব "ব্রহ্মন " আছে। সুক্ষ্মবর্ত্তী উদ্দেশ্য প্রণোদিত জ্ঞান দ্বারা দেব দেবীর উপলব্ধি হয় আর স্থুলবর্ত্তী উদ্দেশ্য প্রণোদিত জ্ঞান দ্বারা বিষয় উপলব্ধি হয়।

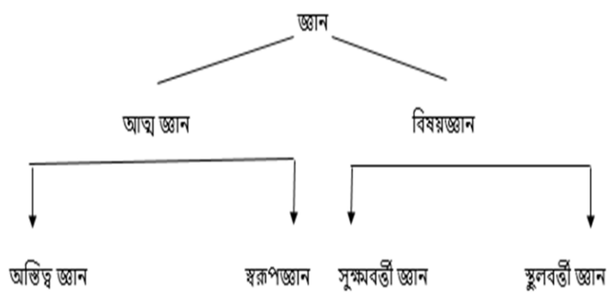

এখন দেখি প্রচলিত বিজ্ঞান কি ভাবে সত্য অনুধাবণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম ফিজিক্স কেই বলা চলে সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা – যা বস্তুর বিভিন্ন সত্তা নিয়ে গবেষণা।

Nobel Laureate Niels Bohr (১৮৮৫–১৯৬২), Erwin Schrödinger (১৮৮৭–১৯৬১) এবং Werner Heisenberg (১৯০১-১৯৭৬), এই তিন বিজ্ঞানীকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর সৃষ্টি কর্তা বলে মনে করা হয়। এই তিনজনই নিয়মিত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন। Heisenberg বলেন "Quantum theory will not look ridiculous

জগজ্জননী মা দুর্গা ও আমার

সজীব কুমার বসু

শরৎ কাল আসলেই দেবী দুর্গার আগমন বার্ত
এক নতুন সাজে। জীবের মনে বয়ে আসে
সারা বিশ্ব যেন মুখরিত হয়ে ওঠে এ আনন
বিনাশ এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রতি
আবির্ভাব ঘটেছিল সেই দেবী মা দুর্গা আসে
কল্যাণের জন্য। এখানে মা একা আসেন
আসেন শক্তি ও সুন্দরের দেবতা কার্তিককে,
জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও ধন সম্পদের
ও ন্যায়ের পথে চলতে গেলে ও অন্যায়ের
গেলে শক্তি প্রয়োজন, যার প্রতীক হিসেবে
সাথে। জগতের সকল সুন্দরকে যেন আমরা
অসুন্দরকে যেন আমরা বর্জন করি তারই প্রে
নিকট থেকে পাই। কোন কাজে সিদ্ধিলাভ
জন্য গণেশের আশির্বাদ প্রয়োজন তাইতো গ
সাথে। আমাদের ধন সম্পদ দিয়ে দুঃখ দূ
রয়েছেন মায়ের সাথে। জ্ঞানের আলোয় যা
হৃদয়কে বিকশিত করতে পারি, যাতে সত
করতে পারি এবং মিথ্যা ও অসুন্দর কাজে
এজন্যই মায়ের সাথে রয়েছেন দেবী সরস্বতী
হংস যেমন দুধ থেকে জলকে পৃথক করে
পারে তেমনি আমরা যেন জগতের সকল
আলাদা করতে পারি তারই প্রেরনা হিসেবে
সাথে হাঁস রয়েছে।

দেবী দুর্গা দুর্গতি নাশিনী। মা জাতিকে দুর্গ
জীবের কল্যাণ বয়ে আনেন। জীব যখন
তখন মা-ই জীবের দুর্গতি নাশ করেন। দেব
ভারাক্রান্ত হয়ে স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন সে
হয়েছিলেন দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দি
বিদারিনী।

other religion or none at all, as long as we have compassion for others and conduct ourselves with restraint out of a sense of responsibility, there is no doubt we will be happy."
"Love and Compassion are the true religions. But to develop this, we do not need to believe in any religion."
"Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival."

If you realize that you have enough, you are truly rich.
"When you are discontent, you always want more, more, more. Your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, you can say to yourself, 'Oh yes – I already have everything that I really need." "We need to learn how to want what we have NOT to have
what we want in order to get steady and stable Happiness". "Home is where you feel at home and are treated well." Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

In the middle of every difficulty, there is an opportunity for growth.
"Hard times build determination and inner strength. Through them we can also come to appreciate the uselessness of anger. Instead of getting angry, develop a deep caring and respect for troublemakers because by creating such trying circumstances, they provide us with invaluable opportunities to practice tolerance and patience."

Life is too short to be anything but happy.
"Given the scale of life in the cosmos, one human life is no more than a tiny blip. Each one of us is a

"Generally speaking, if a human being never shows anger, then I think something's wrong. He's not right in the brain." Always try to think at a deeper level, to find ways to console."

Love everyone, be attached to no one.
"Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend – or a meaningful day."
"Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay." "Calm mind brings inner strength and self-confidence, so that's very important for good health."

The best way to resolve any problem is to sit down and talk.
"Non-violence means dialogue, using our language, the human language. Dialogue means compromise; respecting each other's rights; in the spirit of reconciliation there is a real solution to conflict and disagreement. There is no hundred percent winners, no hundred percent losers—not that way but half-and-half. That is the practical way, the only way."

You must not hate those who do wrong.
"You must not hate those who do wrong or harmful things; but with compassion, you must do what you can to stop them — for they are harming themselves, as well as those who suffer from their actions."

We are all different yet we are all the same.
"Whether one is rich or poor, educated or illiterate, religious or nonbelieving, man or woman, black, white, or brown, we are all the same. Physically, emotionally, and mentally, we are all equal. We all share basic needs for food, shelter, safety and love,

প্রথম লেখ

ফারজানা মান্নান

যেহেতু প্রথম লিখছি (একা
বাইরে), বুঝতে পারছিলাম
কি নিয়ে লিখবো! মনে
অনার্স, মাস্টার্স এর
পেপারের টপিক সিলেকশ
ভয়াবহই না ছিল! সেই বিচ
অনেকটাই কম এ লেখাটা
লিখতেই হবে কিছু একটা
অনেকদিন পর নিজের একট
হবে, এ লোভ সামলাতে পার
কতই তো লিখতে চে
ফেইসবুক এ; মনে মনে
লিখেছিও, রান্না করতে কর
পাড়াতে পাড়াতে, রাতে
ঘুমোতে যেতে যেতে/যাবার
ব্যাপারে কি লিখবো কি লিখ
মনো হলো যাই হোক, আমি
বিষয়ে না হোক, অনেক
গোছানো নাহোক, এলোমে
আসলে আমার ভিতরে যে
করছে সেটা হলো নিজেকে
আস্বস্ত করা, প্রমান করা,
ভাবি, যা করতে চাই, এক

Scientists use light-years to measure and depict enormous distances in our Universe. Light is the fastest physical quantity in the Universe. It travels 300,000 kilometers in a second. In a year, it travels about 9.5 trillion kilometers. As you can see, this is a HUGE distance.

Now that we have an understanding of a light-year, let’s get the size of our Milky Way galaxy. Its radius is 50,000 light-years! This means light, the fastest of the fastest, will take 50,000 years to travel from the center of the galaxy to its edge. This is how big the Milky Way galaxy is. Fun fact, the largest known galaxy in the Universe has a radius of 3 million light-years. It’s beyond comprehension.

We will now try to push the boundaries. According to the best estimates of astronomers, there are at least ONE HUNDRED BILLION galaxies in our observable Universe! The radius of the observable Universe is 46.5 billion light-years. Our mere, mortal human brain is not equipped with the capacity to comprehend this enormous, gigantic scale of objects. So, that is how big our observable Universe is.

Peddling back to life on our Earth. Compared to the supermassive Universe, human beings are minuscule. And yet, we let our ego take over, trying to prove to others how big and powerful we are, no matter what it takes. We love to think ourselves as very special and at the center of everything. And yet, we are neither at the center of our Solar system, nor are we at the center of our galaxy and nor our galaxy is at the

relevant to us than ever: “Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there-on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot.

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that

If you contribute to other pe
you will find the true meaning
“We are but visitors on this pl
for ninety or one hundred year
During that period, we must tr
good, something useful with
contribute to other people’s h
find the true goal, the true mea
“The ultimate source o
money and power, but warm-h

-----○-----

যুগ আসে যুগ যায় - মহিষাসু

তন্ময় দেবনাথ

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো
(১৭০০–১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)
আবির্ভাবের বর্ণনা পাওয়া
অসুর, মহিষাসুর কে যখ
যাচ্ছিলো না, তখন দেব
ঐশ্বরিক শক্তির প্রক্ষেপনে অ
দূর্গা, মাতৃ শক্তির পরাক্রমী
তিনি মহিষাসুর কে পরাস্ত ক
মাতৃশক্তি কে মহিমান্বিত ক
বার্তা দিয়েছিলেন কোনো
অপরাজেয় নয়, আর শু
অনিবার্য।

অযোধ্যার (মধ্য প্রদেশ) র
শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কার (শ্রী
রাজা রাবণ এর সঙ্গে যুদ্ধ ক

সেদিনও ছিল রবিবার
বিশ্বজিৎ বসু

রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটি শেষে অফিস খুলেছে। সাড়ে দশটার দিকে দোতালা থেকে নেমে এলেন বড় সাহেব। সংগে এক মোটা সোটা উচু লম্বা পুরুষ। গুপ্তদার সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি মিস্টার আজম যোগ দিচ্ছেন ম্যানেজার হিসাবে। ওয়াপদা, বি এল আর আই দুটো অফিসের দায়িত্ব আপাতত দিয়ে দিন। এরপর আস্তে আস্তে পোখরাজের অফিসগুলোর দায়ীত্ব বুঝে নেবে।

ব্যস্ততম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রূপসি বাংলা। কাক ডাকা ভোর থেকে শুরু হয় এর ব্যস্ততা। জ্বালানী সংগ্রহের জন্য তৈরি হয় সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত গাড়ির লম্বা লাইন। ঢাকা শহরের ব্যস্ততার সাথে সাথে এর ব্যস্ততা রেখা উঠতে থাকে উপরের দিকে হু হু করে। সকাল নটার দিকে এ রেখা উঠে যায় আকাশে। তারপর চলতে থাকে সমভুমির সমান্তরালে অনেক উপর দিয়ে। রাত দশটার পর ধীরে ধীরে সে রেখা নেমে আসে নিচের দিকে। ঝিমোতে থাকে রূপসি বাংলা। দুটি একটি গাড়ী আসে জ্বালানী

অফিসগুলো আজকাল আর হাতে লেখা চিঠি বা বিল নিতে চায় না। হাতে লেখা চিঠি দিলে সরকারি অফিসের কর্মকতারা ভ্রু কুচকে বলে, এখনও হাতে লেখা চিঠি দিয়ে চালাচ্ছেন। বড় সাহেবকে বলেন এগুলো আর এখন চলে না। এখন কম্পিউটারের যুগ। খরিদ্দারের চাহিদা মেটাতে সমর বাবু যোগদান করেছেন মাস ছয়েক হলো। ব্যবসার ধরণ বুঝে তাকে একটা সফটওয়ার তৈরি করতে হবে।

আজম সাহেব যোগদান করেছেন বড় সাহেবের এক বন্ধুর সুপারিশে। মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন দশ বছর। দেশে ফিরে দিয়েছিলেন মুরগীর ফার্ম। স্বচ্ছল সংসার। রাজনীতির মিছিল মিটিংএ আসা যাওয়া করতেন। এমন সময় এলো ডিভি লটারি। আমেরিকা যাবার স্বপ্ন। আবেদন করেছিলেন ডিভি লটারিতে। টিকে গেলেন প্রাথমিক বাছাইয়ে। আমেরিকান অ্যাম্বেসি থেকে ডেকে জানাল ভিসার জন্য অনেক ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে।

বাড়ীতে শুরু হয়ে গেল আনন্দের বন্যা। কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে নেমে পড়লেন আজম সাহেব। বাড়ীর ছাদে মুরগির ফার্মটি দিলেন বন্ধ করে। আমেরিকা গেলে এগুলো এখন আর দরকার কী। পাসপোর্ট করালেন, সংগ্রহ করলেন পুলিশ

চারাগাছ একত্রে রোপণ করে
সম্পাদন করা হয়। এয়োতি গ্রাম
থেকে কলসি ভরে জল এনে নব্য
পাকুরের মূলে উলুধ্বনি দিয়ে জ
পূর্ণ বৈশাখ মাস ধরে খোলা চত্বরে
পালিত হয়। মেলার সাফল্যে উৎস
এই প্রাঙ্গনে প্রাত্যহিক বাজার বস
করেন। এর নাম হয় রাজার ব
থেকে রাজার বাজারে প্রতি
মাসব্যাপী প্রতি শনি ও মঙ্গলবার
পাকুড়মূলে ব্রাহ্মনের পূজা দান ও
এয়োতি গ্রাম্য বধূদের বট-
জলসিঞ্চন, আড়ঙের আয়োজন
আচরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।
চারা ওতোপ্রোত বিজড়িত হয়ে ক্র
মহীরুহে পরিণত হয়। আরো
বাজারে বিস্তারিত ছত্রচ্ছায়ার চাঁদো

রাজা রাজবাড়ি শহরে একটি হ
করেন। তিনি সর্বোচ্চ, ও দ্বি
দ্বিগুনের অধিক, ৫,০০০+ টাক
তাঁর নামে স্কুলের নাম হয় 'র
ইন্সটিটিউশন', প্রতিষ্ঠা ১৮৮৮।
নামে পরিচিত এর ছাত্ররা
ছাত্রদের চেয়ে ভাল কৃতিত্ব অ
স্কুলটি খ্যাতি লাভ করে। রাজহ
ঢেউতোলা টিনের চারচালা হ

নিকটের ফাঁদ

আর এ ইহসান

মাঝ বয়সী জলপাই গাছটা সবেমাত্র ফুল ফুটাতে ব্যস্ত। দুপুর যাই যাই , আলো ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। সূর্যের নরম আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে পড়ে মেলে রয়। দূর আসমানে উড়াল দেওয়া উড়োজাহাজের সাঁ সাঁ শব্দ বাতাসে ঘাই তোলে। দু' চারটে কীটপতঙ্গ বারান্দার রেলিং ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে এপাশ-ওপাশ। জলপাই গাছটার পাতানো ডালে বাঁক হয়ে বসে আছে এক অপরিচিত বিষন্ন পাতিকাক। তার দৃষ্টিতে ক্ষত যেন ভিতরে অস্বস্তি, অস্থিরতা, দ্বিধা, অভিমান, কষ্ট, মায়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে যেন একটা কান্না পেতে থাকে।

দোতলা বিল্ডিঙের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রুমেল এমনটাই ভাবছিল। বারান্দার সামনে একটি লম্বা টিন শেডের ঘর। তার উঠানে বাহারি রঙের কাপড় রোদে শুকোতে দেওয়া। রুমেল দূরে দৃষ্টি মেলে দেখল একটা সাদা ও কালো বর্ণ মিশ্রিত বিড়াল তাক করে বসে আছে সামনের দিকে, তার পাশেই একটা কামরাঙ্গা গাছে একটা কাপড় ঝুলে আছে মনে হচ্ছে যেন সদ্য কোন ঝড়ে বাতাসের সাথে কাপড়টি এই মাত্র উড়ে এসে পড়ল। রুমেল বোঝার চেষ্টা না করে আবার চোখ মেলল বিড়ালটার দিকে। শরীরটাকে বেশ জোরালো ঝাঁকি দিয়ে বিড়ালটি পা মেলতে মেলতে দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়।

রুমেল ভুলেই গিয়েছিল ততক্ষনে তার হাতের চায়ের কাপটি খালি হয়ে গেছে। বারান্দা থেকে রুমে ঢোকা মাত্রই তার সেলফোনে একটা মেসেজ রিংটোন বেজে উঠলো। রুমেল বিছানায় হাতড়িয়ে সেলফোনটা তুলে নেয়, আনরিড মেসেজটি সে ওপেন করে পাঁচ শব্দের একটি লাইন, "ঠিক বিকেল পাঁচটায় অপেক্ষা করব"। একটা মৃদু হাসি দিয়ে রুমেল সেলফোনটা বিছানায় ফেলে দেয় আর বিদ্রুপ স্বরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে- ঠিক বিকেল পাঁচটায় অপেক্ষা করব, ঠিক ঠিক কিন্তু ঐ কালিমন্দিরটার পিছনে। রুমেল আবার বারান্দায় চলে আসে, তাকিয়ে দেখে জলপাই গাছটাতে সেই বিষন্ন কাকটি আর নেই, এইবার তার দৃষ্টিতে যেন ক্ষত ভিতরে অস্বস্তি, অস্থিরতা, দ্বিধা, অভিমান, কষ্ট, মায়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে যেন একটা কান্না পেতে থাকে রুমেলের।

----------o----------

করেন এবং ১৭৫৬-৫৭ সালে ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হন। স্বীয় জমিদারির অঞ্চল ঢাকা ত্রিপুরা ফরিদপুর ও বরিশালকে নিয়ে তিনি রাজনগর পরগণা গঠন করেন এবং স্বীয় 'রাজধানী' স্থাপন করেন মাদারিপুরে। এখানে তাঁর প্রাসাদের স্থাপত্যশিল্প ও কারুনৈপুণ্য শিল্পরুচির পরাকাষ্ঠা ও ঐশ্বর্যের নিদর্শণ স্বরূপ খ্যাতি অর্জন করে।

দেওয়ানি রাজকোষ হতে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে রাজবল্লভের পুত্র কোলকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে আশ্রয় নেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাব সিরাজুদ্দৌলার শত্রুতার এটি অন্যতম কারণ। ১৭৬০ সালে কোম্পানি মীর জাফরকে মীর কাশিমকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করে। মীর জাফরের জামাতা হলেও মীর কাশিম বংলায় ইংরেজ রাজত্ব অঙ্কুরেই খর্ব করতে চেষ্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে রাজবল্লভকে তিনি জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। এর পর রাজবল্লভের বংশধরেরা জমিদারির বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক জমিদারি স্থাপন করেন। এক অংশীদার স্থান নেন কীর্তিনাশার ৫০ মাইল উজানে কিন্তু পদ্মা থেকে যথেষ্ট দূরে গোয়ালন্দের অদূরে লক্ষ্মীকোল গ্রামে। এক একর জমির উপর বিশাল দ্বিতল প্রাসাদ, সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, ... ঠাকুরবাড়ি, ... বড় পুকুর, অন্দরমহলের পুকুর, ছোট পুকুর, হস্তীশালে হস্তী, বার মাসে তের পার্বণ, প্রহরে প্রহরে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টাধ্বণি, ... ঊনবিংশ

নামায় ওটা লিখেছেন কাজী সা
পাসপোর্ট ফরম পুরণ করার সম
দেখেছেন।

আজম সাহেব কিছুক্ষণ মনে
পারলেন না। টেবিলের ওপার
জিজ্ঞেস করে, কত বছরের সং
২২ বছর। আজম সাহেব উত্তর
বাইশ বছর একসংগে সংসার ক
জন্ম তারিখ জানেন না।
কিভাবে? অফিসার জিজ্ঞেস
নিচু স্বরে উত্তর দেয়, আসলে
পড়ে নাইতো। অফিসার ফাইলে
উল্টাতে বলে, জন্ম দিনে বউকে
নাই "হ্যাপি বার্থডে"। তারপ
ছেড়ে বলে, অ্যাম্বেসি আপ
যোগাযোগ করবে।

অ্যাম্বেসি আর কোনদিন যোগ
কিছুদিন দৌড়াদৌড়ি করেছেন
লিখেছেন বিভিন্ন দফতরে।
নাই। স্ত্রী তিন সন্তান আর নিজে
সংগ্রহ করতে করতে টাকা প
সংসার চালাতে এই নতুন চাক

আজম সাহেব খবরটি পড়ে বলে ভাই সাহেব কিছুই জানেন না। জানলে এই বিবৃতি দিতেন না। খুব শিঘ্রই শুনবেন তারা বিয়ে করে ফেলেছে। স্ত্রীর সংগে এখন আর লেখক থাকেন না। তিনি বেশী সময় থাকেন তার বাগান বাড়ীতে। সেখানে সুটিংও চলে প্রেমও চলে। তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্ত্রী থাকে কলাবাগানের ফ্লাটে।

গাজী হাসতে হাসতে বলে। কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। একজন সুখ সাগরে ভেসে বেড়ায় আরেকজন দু:খ সাগরে ডুবে মরে। আরে দাদা পরকীয়া কী কেউ ভাই বোনদের জানিয়ে করে। পরকীয়ার খবর প্রথমে জানে আশে পাশের মানুষ তারপর জানে বাড়ির মানুষ।

এভাবেই দিন গড়িয়ে মাস। মাস গড়িয়ে বছর। ব্যস্ত রূপসী বাংলা। সকালের কাজ শুরু হয় রশিদের লাল চা দিয়ে। তারপর ব্যস্ততা। কম্পিউটারে চলে ডাটা এন্ট্রি, কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ে স্লিপ সর্টিংয়ে। কেউ চলে যায় বকেয়া আদায়ের কাজে।

পোখরাজ অবসর নিয়েছেন। যে অফিসগুলো তিনি রিপ্রেজেন্ট করতেন সে সব অফিসসহ ওয়াসা, জাতীয় সংসদও এখন আজম সাহেবের

আজম ভাই, শরীর টিক আছে তো। আপনাকে এমন লাগছে কেন?

ব্লাড প্রেসার টা বেড়ে গেছে দাদা। কমছে না। দুদিন ঠিক মত ঘুম হচ্ছে না। আজম সাহেব জানায়। শুক্রবার রাতে বাসায় গিয়ে মেপে দেখে প্রেসারটা হাই। সেদিন পাঁচতলা ভবনে ওঠানামা করাটা সহ্য হয়নি। তাছাড়া বারে বারে কেরানীর ব্যবহারটা মনে পড়েছে। রাগটা কমাতে পারছি না। আজকে যদি কেরানিটা আবারও ফাজলামি করে তাহলে মনে হয় মেজাজটা ধরে রাখতে পারব না।

রশিদ লাল চা দিয়ে যায় টেবিলে। শেষ হতে না হতে গাজী ঢুকে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। মেলে ধরলেন একটা খবর। নতুন করে ঘর বাঁধছেন শের আহম্মেদ আর মেঘলা। আজম সাহেব চা শেষ করে সমররে পিঠে হাত দিয়ে বলে দাদা মন খারাপ করবেন না। একটা কথা মনে রাখবেন প্রেম এবং যুদ্ধ কোন আইন মানেনা। আমি ওয়াপদা অফিসে যাচ্ছি, লাঞ্চ করবেন না আমি আশা পর্যন্ত। আপনার ভাবি কাঁচাকলার চপ বানিয়ে পাঠিয়েছে। এক সাথে লাঞ্চ করব।

ফেওয়া লেকে সাধারনত নৌকাই
তবে আমার ভাগ্য ভাল, তাই পেয়ে
একটি স্ট্যান্ড আপ প্যাডেল জলয
ফেওয়া লেকে ভেসে বেড়ানোর জন্য
হিসেবে এটি সত্যিই অসাধারন। অ
স্পর্টস বাহন দাঁড়িয়ে চালাতে হয়।
মিটিয়ে সময় নিয়ে স্বচ্ছ জলে ইচ্ছেমতে
পারবেন আর বাড়তি পাওনা হি
জলযান চালানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার
প্রিয়জনদের সাথে। অপূর্ব এই স্ট্যান্ড
বোর্ডটির দৈর্ঘ্য ৯ ফিট হতে ১২ ফি
গ্লাস-রেইনফোর্সড় প্লাস্টিক পদ্ধতিতে
দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

লেইর্ড হেমিলটন এবং ডেভ
আধুনিকায়নকৃত স্ট্যান্ড আপ প্যা
আকর্ষনীয় দিক হলো প্যাডেল বোর্ড
ব্যবহার। ফেওয়া লেক হতে পর্বত
সন্নিবেশ সত্যিই ভালো লাগার মতো।
ডানা মেলে ভেসে যেতে যেতে চো
নীলিমা আর সবুজে ঘেরা অবর্ণনী
কোন চিত্রকরের নিপুন হাতের যা
দৃশ্যপট। ফেওয়া লেকের গা ঘেষে দাঁ
পাহাড়ের বিনত দৃশ্য সত্যিই ম
বিশালতার মাঝে নিজেকে যখন
করবেন তখন অনুভূতিটা কেমন হবে
অপেক্ষা রাখে না। শান্ত স্নিগ্ধ আর
মাঝে যখন ডানা মেলে ভেসে বে
সৌন্দর্যের হাতছানিতে তখন প্রকৃতি
এসে স্থান করে নেবে হৃদয়পটে।
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা –

পিচের রাস্তা নয়। ধুলো–মাটির রাস্তা ঠিক যেন মনে হবে রাধা রাণীর বাপের বাড়ীর গ্রাম "বর্ষনা"।

বিশাল এলাকা জুড়ে এই নিউ বৃন্দাবন টেম্পল। মন্দিরের ভিতরে থাকার জায়গা, বাহিরেও বিরাট একমোডেশনের ব্যাবস্থা, আবার আলাদা ফ্যামিলি রিট্রিট। অতন্ত্য মনোরম একটা পরিবেশ। মন্দিরের বাহিরে বিরাট এক দিঘী তার চার পাশে বনের মধ্যে ফ্যামিলি রিট্রিট – ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। এই দিঘীতে রাধাকৃষ্ণ নৌকা বিহার করেন। দিঘীর চারপাশে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। জলে বড়ো বড়ো রাজহাঁস। একপাশে চৈতন্য মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিশাল যুগল মূর্তি – যা কিনা ভারতের কোনো জায়গায় আমি দেখিনি, উচ্চতা মাপলে প্রায় ১০০ ফুটের উপরে হবে।

বছরের বিশেষ বিশেষ কিছুদিনে এখানে ২৪ ঘন্টা হরিনাম সংকীর্তন হয়। গরুকে সেবা করা বৈষ্ণব্দের একটা ধর্ম, এটা কিন্তু এরা কখনো ভোলেনা।

রাত্রিটা নিউবৃন্দাবন মন্দিরের ভিতর যেথাকার ব্যবস্থা ছিল সেখানেই থেকে গেলাম। সুন্দর ব্যবস্থা একটা ঘরে ৬জন থাকতে পারে, খাওয়া দাওয়া মন্দিরের ভিতরেই। ১৯৬৮ সালে

এই স্থান হতে চমৎকারভাবে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্খ এভারেস্ট দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আনুমানিক ৭১৩৪ মিটারের গৌরীশংকর দেখতে পাওয়া যাবে এই স্থান হতেই। বিচিত্র ও বিশাল পর্বতমালা আর হিমালয়ের উপর দিয়ে সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত দেখার জন্য বিশ্বের তাবৎ ভ্রমন পিপাসু দর্শনার্থী ছুটে আসে এই নাগরকোটে এবং রাত্রিযাপন করে শুধুমাত্র এই দৃশ্য দেখবার জন্য। আমারও চৌভাগ্য হয়েছিল এই অপরুপ দৃশ্য দু'চোখ ভরে দেখার। নাগরকোটে বিখ্যাত স্পট শুধুমাত্র মাউন্ট এভারেস্ট এর অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য এবং এর চূড়া হতে খসে পড়া তুষারপাতের জন্য। এ ছাড়াও এখান হতে প্যানারোমিক ভিউ হিসেবে "ইন্দ্রওয়াতি রিভার" এর দৃশ্যপট সত্যিই মনোহর।

বেশিরভাগ পর্যটক নাগরকোটে বেড়াতে আসে সাধারণত: বসন্তকালে। কারণ এই সময় পুষ্পশোভিত প্রান্তর আর পাহাড়ের সৌন্দর্য প্রকৃতির মাঝে ভিন্নতা ও বৈচিত্র এনে দেয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নাগরকোর্টের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য রয়েছে অনেক হোটেল। 'হোটেল কান্ট্রি ভিলা'; নাগরকোর্টের সৌন্দর্য দেখবার উপযুক্ত স্থান, যা প্রায় ২.৫১ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ২৮ কি:মি: দূরে অবস্থিত আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই কান্ট্রি ভিলা। সী লেভেল হতে প্রায় ৭,২০০ ফিট উচুঁতে। নাগরকোটে এই টপ হিল এ প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব হোটেলটি এমন অপূর্ব উচ্চতায় অবস্থিত যেখান হতে শুভ্র মেঘকে ছোঁয়া যায়। পেঁজা পেঁজা শুভ্র মেঘের মনোহর দৃশ্য আর উড়ন্ত নীড় হারা বিহঙ্গের মুক্ত মনে ভেসে বেড়ানোর দৃশ্য সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল । আসলেই অপূর্ব! সমস্ত পৃথিবী যেন অনেক

প্রবাসে বসন্তও প

নায়লা আজীজ

এখানে বসন্ত শুরু হয় Sept
একটানা কনকনে শীতের হি
আকষ্মিক বসন্তের আগমন
পরম স্বস্তির আশ্বাস দিয়ে মনে
আমরা সবাই এতদিন এরই
চারিদিকে নানান রকম
পাতাবিহীন সারিসারি গাছগাছ
পাতার আগমন, বিভিন্ন রকম
হাসগুলির শিশু কোলে এদিক
করা... এসব কিছুই যেন
বার্তা বহন করে আর নব অ
ঘরে ঘরে তা পৌঁছে দেয়!

মনে পড়ে যায় বাংলাদেশে
অনুভূতি, সেই ভাললাগা,
সবকিছু, বাসন্তি রং এর শা
এদিক ওদিক বিচরণ, পার্কে
আয়োজনের মেলা, গান–
কত্তকি! কিন্তু এতসবের প
এক নাই নাই ভাব আর বি
দেখি আমি এখানে । এমন
সত্বেও আমি খুব মিস করি
সেই কল–কাকলি! প্রবাস
বসন্তের আর একটা পার্থক্য
বাতাসের দিক এর যে পরি

Bengali Speakers of Western Australia: A Recent, Growing and Promising Migrant Group

Rita Afsar

Language based Identity

Talking about Bengali speakers instantly reminds us at least of two things—the famous song '*ami banglai gaan gai*' by Pratul Mukhopadday and the language movement that not only shook the Pakistani military junta but also led to the establishment of ethno-linguistic rights of people across the globe with the declaration of 21 February as the International Mother Language Day by the United Nations Educational Scientific Cultural Organisation (UNESCO) in 1999.

We know about Bangladeshi and/or Indian and other communities in Bangladesh. But are we aware of the demographic and cultural backgrounds of a language based group such as Bengali speakers of Australia or Western Australia? With the recently published Population and Housing Census data in hand, I am tempted to narrate the story of Bengali speakers in Western Australia (WA).

Who and how big are they?

In 2016, there were 54,565 Bengali speakers in Australia making up a small fraction (0.2%) of the total Australian population. Less than one-tenth (6%) of them lived in WA, while the bulk lived mainly in New South Wales (NSW) (58%) and

Bengali speakers (14.5%) was born in Australia. However, birthplaces only tell us one part of the story. To complete it, we need to dig in the language group and ancestry data. Accordingly, I have chosen language based data to provide a broader view of multiple communities unified by a common language as one migrant group for this article. There were at least three major ancestries to which this group identified with. These are Bangladeshi (59.2%), Indian (18.2%) and Bengali (16%). Smaller proportions also reported to havr Australian (5.7%) and English ancestries (1.9%).

When did they arrive in Australia? Where do they live?

This group can be characterized as recent migrants with a majority (62%) migrating to Australia in the last ten years although the first arrival was recorded in 1973.

Most (93.2%) lived in Perth Metropolitan area, mainly in the Local Government Areas (LGAs) of Gosnells (15.4%), Canning (14.8%), Belmont (7.9%), Stirling (5.9%), Cockburn (5.2%), Kalamunda (5.1%), Wanneroo (4.6%) and Melville (4.4%).

What are the distinguished characteristics of this group?

Diverse religion: Larger proportions of Bengali speakers were affiliated with Islam (72.2%) and Hinduism (18.4%), while smaller proportions identified with Christianity (2%) and secular beliefs or no religion (3.4%), compared with 2.1%, 1.6%,

অর্জুনগাছ ও কৃষ্ণচূরা

আফিয়াত অন্তু লুব

অর্জুনগাছ একা ঐ মাঠে
পুরুষ–
আভিজাত্যের দম্ভে দাম্ভিক
কোথা থেকে এল এক
বীজ,
যুবতী হলো সে কয়েক
সাঁওতালি মেয়ে খোঁপা
অর্জুন তাকে চাইল নিজে
নতজানু হবে, এমন মেয়ে
সে তো ব্যস্ত নিজেকে
বসন্তে সে একাই সাজে
তার নেই কোন আসক্তি

অর্জুন সে যে আর্যপুরুষ
ভাবে সব সৌন্দর্যে তার
অধিকার।
রূপ দেখে তার ধাঁধায়
ভাবে! কবে পাবে ঐ হৃদ
কাহিনি এবার শেষ করি
কৃষ্ণচূরার জেদটা বড়
অভিমানী
বিকোবে না সে যে কা

যদিও কাহিনি এমন সহ

অব্যক্ত আলাপন

সংগীতা সাহা

কখনো বলনি তুমি?
তুমি জানতে চাওনি বলে।

কখনো বলনি তো এভাবে!
তুমি জানতে চাওনি বলে।
এতটা মেঘ জমেছিল মনে!
বজ্রপাতে ক্ষতবিক্ষত পায়ে
একা হেঁটেছ পথ কখনো নির্জনে,
গুনেছ দিন একা সবার অলখে?
হঠাৎ এত প্রশ্ন জাগছে মনে
আজ তুমি মেঘের হিসেব নিচ্ছো!
সে তো কবেই বৃষ্টি হয়ে ঝরে গেছে
মাঠ প্রান্তর ভিজিয়েছে,
তোমারই আশেপাশে।

কোনদিন কি কিছুই বোঝনি তুমি?
আজ ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুঝি!
ক্ষত পায়ের চিহ্ন খুঁজছো?
মিশে গেছে সব, সে কি আরো আছে;
হৃদয়ে খুঁজলে পেতে পারো
তাজা রক্তের ফিনকি ছোটা ক্ষত,
ঝরছে সেই কবে থেকে অবিরত।
কোনদিন হয়তো দেখনি তুমি!

কেন বলনি তোমার কি কি ভাল লাগে,
সব থেকে প্রিয় ফুল আর কোনটা
পছন্দের রঙ?
শুধু একবার–
শুধু হাতে হাতে রাখো আমার,
আমার চোখে চোখ রেখে বলো
বলো. . . . . .

----------o----------

কবিতার আড়ালে

এল.জি.নবী

শরৎ অতিক্রান্ত হলো
এবং
কুয়াশা সিক্ত হেমন্ত প্রভাতে
তুমি জন্ম নিলে।

সেই থেকে
অদ্যকার দিন অবধি পেড়িয়েছ
জীবনের একষট্টিতম বসন্ত।
আমার কিছু নেই তোমাকে দিই
শুধু গেয়ে যাই-
বেঁচে থাকো অনন্তকাল ধরে।
তোমার কবিতা আমাকে তাড়িত করে
পলি সিঞ্চিত বালুকা বেলায়
কেবলই ধু ধু করে
ঠিক আলেয়ার মত যেখানে।
পদ্মা তার যৌবন হারিয়েছে
সেও যেন
একষট্টিতম এক বয়স্কা রমণী।

আমি অদ্যকার এই নিমেষ
ভুলিবনা;
তোমার কবিতা মোহবিষ্ট করেছে আমাকে
আমি দেখলাম শুভ্র মেঘ আকাশে ঘুমায়।

students it is not surprising to fi
(59.2%) were Australian citize
one quarter (24.7%) and fo
Western Australians, respective

Generally speaking communitie
majority of recent migrants, ar
not referred as new and eme
who predominantly migrate
humanitarian entrants and st
settlement issues due to some
low English proficiency (rangin
75% and 80%) and low levels
having tertiary or technical edu

Given the predominance of
educated, student and skilled m
Bengali speakers do not fall
rather underscore the need for
promising and aspiring recent
them. It is also important that
skills, talents and achiever
speakers in WA and work toget
developing their full potentia
dreams and aspirations in thi
and opportunity.

Paul Tax

Individual Tax Retur

> Rental Property Ta

> Company, Partner

ও কিছু না

অভিজিত দাস সরকার

সেটা আশি'র দশকের শেষভাগ, দক্ষিন কলকাতার সততই চিড়বিড়িয়মান এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি আর ফুটছি।যেকোন টপিক পেলেই বকতে বকতে বখতিয়ার খলজির, সে টপিকের নাম লেনিন হোক বা বোরলিন, কুছ পরোয়া নেই অবস্থা। শহুরে কেতাদুরস্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে শিখে গেছি। আমি মফস্বলের ছেলে, তাও আবার দক্ষিন কলকাতার যুগাবতার নামকরা স্কুলের ছাত্র; তবে ঐসব পাত্তা না দিয়ে খুব সাধারণভাবেই মিশি বা আড্ডা দেই, মন্ডল-কমুন্ডল ইস্যুতে গলা ফাটাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেসময় দক্ষিণ কলকাতায় এক থানার পিছনে হোস্টেলে থাকি, সপ্তাহে কাজের দিনগুলোতে ক্যান্টিনে খাই আর ছুটির দিনগুলোতে বাড়িতে যাই। যখন ধরেই নিয়ছি যে, আমার গায়ের গাঁইয়াগন্ধ শহুরেরা আর পায় না; তখনই ঘটে গলো সেই দাগ কেটে যাওয়া ঘটনা। বেশ মনে করতে পারি, সেটা ছিল দুর্দান্ত এক গ্রীষ্মের দুপুর। ক্লাস শেষ, সপ্তাহ শেষ গরমে জনগন যে কি পরিমান ঘামছে তা জনগনই জানে! কি কারণে যেন ব্যাগ গোছাতে দেরি হয়েছে কয়েক মাথা নিচু করে চলছি কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি, বুকের গভীরে একটা দাগ বসে গিয়েছিল- বৃষ্টিস্নাত গ্রামের কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে গমের বস্তা বোঝাই ভারী গরুর গাড়ি গেলে যেরূপ গভীর দাগ পরে তেমনি একটি দাগ পরল আমার হৃদয়ে। সেদিন রেল স্টেশনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে শপথ নিয়েছিলাম-যেদিন চাকরির প্রথম মাসের বেতন পাবো সেদিন একসঙ্গে ৫০টা আইসক্রিম কিনে নিজে তো খাবোই বাকিগুলো পথচারী কিংবা পথশিশু যাকে সামনে পাবো তাকেই বিলিয়ে দেবো। গ্লানিময় হৃদয় নিয়ে ট্রেনে উঠে জানার ধারে সিট পেয়ে বসলাম; জানালা দিয়ে আসা মৃদু-মন্দ হাওয়ায় মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল, প্রচন্ড অপমানবোধজনিত ক্রোধটাও ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এলো কিন্তু বুকচেঁরা প্রতিজ্ঞাটা রয়ে গেলো বুকের ভিতরে।

মাস্টার্স শেষ করার আগেই বি.এড এ ভর্তি হলাম এবং শেষ হতে না হতেই পেলাম একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর চাকরি,ভীষণ খুশি হলাম তখন পৃথিবীতে সবই সুন্দর ও সহজ মনে হচ্ছিল। প্রথম মাস শেষে বেতন হাতে পেলাম যদিও পুরো মাসের নয়, তবুও প্রথম প্রথম অনেকগুলো টাকা!আমি যেন হাওয়ায় উড়ে চললাম বাড়ির পথে, বিদ্যুৎবালকের মত চিন্তারা ছুটোছুটি করছে মাথায় বারবার শিহরিত হচ্ছে আমার সমস্ত শরীর।

ঈশ্বর সমীপে

চন্দ্রা বসু

হে মহান শ্রষ্টা,
অনন্তের শিখর হতে মর্তধামে
তুমি।
তোমার চেতনার আলোকস্পর্শে
ওঠে যেন শতকোটি মানব হৃদ
তারা হিংসা, বিদ্বেষ, অলসতা
ভুলে এক সুন্দর শাশ্বত নতুন
পথযাত্রী হয়।
তুমি শুধু অনন্তের মাঝে লীন
না সদয়।

তোমার ওই অধরা রূপকে অ
সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষে তুলে
সময় হয়েছে এখন।
সেখানে রেখনা কোন মায়া বা
মরিচীকা।
যাদের প্রাণে আজও এতটুকু স
বা সুবুদ্ধির আলো রয়েছে,
তাদের তুমি বাঁচিয়ে দাও, আ
পথের যাত্রী কর।

যে সত্য, সুন্দর, আনন্দ আজ
জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হতে বসে
তাদের তুমি সঞ্জীবনী সুধা পা
পুনরুজ্জীবন দান কর।
জানি সমগ্র বিশ্বের বহু মানুষের

স্বপ্ন ঘুড়ি

নাসিমা খান বকুল

আমি না হয় আমি রব
তবুও আমি তোমার হব
আমার চোখের গভীর জলে
সাঁতার কেটে দুঃখ পাবি।

বিকেল বেলার শ্রান্ত রোদে
আমার সাথে হাঁটতে নেমে
ভালোবাসার বিষন্নতায়
তুই কেবলি ক্লান্ত হবি।

আমি তো চাই স্বপ্ন-আলোয়
তোর চোখটি রাঙিয়ে দিতে
বিষন্নতার কালো আধাঁর
আলোর মেলায় ঢেকে দিতে।

আমি কি তোর কষ্ট হতে পারি!
আমি হব তোর দু চোখেতে
রঙিন স্বপ্ন ঘুড়ি।

----------o----------

তোমাকে স্বাগতম

চামেলী বসু

একদিন বাম গালের তিলটি দেখিয়ে

কিশোরীর স্বপ্নগাঁথা

শেখর বরণ

বুঝলি দিদি, পাঁড়ার ছেলে
আমার সাথে খেলে না।

আমি মেয়ে-তো তাই
আমার সাথে চলে না।
আমার কিনতু ইচ্ছে করে
ওদের সাথে সাথে চলতে
ওদের মত নিজের করে
ওদের কথা বলতে।
ক্রিকেট আমার ভালোলাগে
ছক্কা মারার বড়ই লোভ
ফুটবলের স্ট্রাইকার
হবোনা, তাই বড়ই ক্ষোভ
ছেলের মত দস্যি হবো
আমার পথ আর খোলেনা,
বুঝলি দিদি, পাঁড়ার ছেলে
আমার সাথে খেলে না।
মালকোচ কাপড় পড়ে
হাডুডু খেলতে চাই ,
রাগবি খেলার মজাটা
আমার খুব প্রিয় তাই।

বাগাডুলি, লুডু আর

থেকেই টনসিলাইটিসের ধাত সহজে
যায় গলায় এরপর হাঁচি কাশি
সারারাত জেগে থাকতে হয়।এম
চাকরি, তাও আবার পড়ানো, বে
নেই, নাহ! থাক। আজ আ
আইসক্রিম কিন খেতে পারি,
অর্জন; এটাই আমার অভ্যন্তরী
প্রতিশোধ।

মফস্বলের ট্রেন স্টেশনে নেমে রি
রোদ প্রায় নেই, ফুরফুরে হাওয়া
তিন বছর ধরে মনের মধ্যে জমি
আজ হালকা হয়ে গেছে, এতদিনে
যে মলিনতা ছিল আজ দূর হল;
লাগছে। একটা কথা বাবা সব
"আবেগের বশে বা উত্তেজিত অ
সিদ্ধান্ত নিবিনা"। বাবার কথা
সব প্রতিজ্ঞা জলাঞ্জলি দিলাম। বাড়ি
বাবা আমার পথ চেয়ে বাড়ির
দাঁড়িয়ে আছেন, নিচু হয়ে পা
বাবাকে প্রনাম করলাম। বাবা অ
ফেললেন,স্বস্নেহে আমার শিরস্পর্শ
করলে-"কি রে! কি হল আব
পদক্ষেপে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ব
না"।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

স্বর্ণা আফসার

"ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন"। ছোটবেলার পাঠ্যপুস্তকে এমনটাই পড়তাম আমরা। স্বপ্ন দেখতাম কলম্বাস এর মতো চড়ে নতুন কোনো দ্বীপ আবিষ্কার করবো। কলম্বাস এর জাহাজ করলো, কত্ত কত্ত ঝড় ঝঞ্ঝা পার করলো! বাধা বিপত্তি জয় করলো। কিন্তু শেষ মেশ সামান্য অর্থের অভাবে জাহাজ চলছেনা। জাহাজ কি ভাসবে আবার সমুদ্রে?

তখন দয়ার অবতার হয়ে সামনে এলেন স্পেন এর রাণী। রাণী ইসাবেলার জাহাজ চড়ে দুর্বার সমুদ্রের চড়াই উৎরাই পার করে নতুন নতুন সব ভূখণ্ডের সন্ধান! কিযে রোমাঞ্চ! কলম্বাস এর সাথে ঘুরছি আমি অজানার সন্ধানে। সেই বইয়ের পাতা, গন্ধ, চোখ বন্ধ করলে মনে করতে পারি। মনে সেই সব আবিষ্কারের নেশার স্বপ্ন। আবার সেই স্বপ্ন যেদিন ভেঙে চুরমার হয়েছিল সেদিনের কথাও মনে করতে পারি।

টেলিভশন এর পর্দায় খবরে এসেছিল আমেরিকা এর আদিবাসীরা কলম্বাস এর আমেরিকা আবিষ্কার করার দিনে আনন্দ উৎসব করতে চাচ্ছেনা। তাদের কাছে ঐ দিনটি অতি বেদনার, তাহলে কি বিজয়ীর কোনো অন্যায়, অন্যায় নয়? পরাজিতের কোনো বেদন শোনবার নয়? দখলদার হলো আবিষ্কারক! যেই মানুষ গুলো ওই ভূখণ্ডে আগেই জন্মেছে, তারা যেন একেবারে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য! যেই মাটির কোলে হেসে খেলে বড় হয়েছে, সেইমাটি, গ্রাম ফেলে চলে যেতে হলো শহর ছেড়ে দূরে আস্তানা গাড়তে। দয়ার দান হিসাবে নিজের দেশে মিলেছে নিজের আবাসন!

কলম্বাস এর অন্যায় বারবার হয়েছে পৃথিবীর বুকে। আরেক দখলদার জেমস কুক! তিনি অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলস ব্রিটিশদের বলে দাবি করেন। জেমস কুক এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন ২২ অগাস্ট ১৭৭০ সালে। অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার তথা দখলের কৃতিত্ব তাকেই দেয়া হয়। অথচ কোনো কোনো হিসাব মতে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান যারা অ্যাবরিজিনাল নাম পরিচিত তারা এই ভূখণ্ডে ছিল কমপক্ষে ৬০ হাজার বছর আগে! তারা পাথর এর উপরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো একেরপর এক দখলদার ভিনদেশি জাহাজ তীরে ভিড়ছে। দলেদলে নামছে শিকল পড়া অপরাধীরা তারপর বিনা অপরাধে তাদের হাতে পায়ে চড়লো বেড়ি! শুরু হলো ইতিহাসের আরেক কালো অধ্যায়। জোর করে জমি দখল, নির্বিচারে হত্যা, পানিও শস্যের ভাগনা দেয়া।

রসনা বিলাস

মুরগির চাপ

মার্টিনা টুম্পা

উপকরণ

মুরগির বুকের মাংস ৬ টুকরো টেবিল চামচ; রসুন বাটা ১ চ বাটা ১ টেবিল চামচ ;সরিষা চামচ ;জিরা গুড়া ১ চা চামচ টেবিল চামচ ;গোলমরিচ গুড়া ১ টেবিল চামচ ;কাসুরি মে গুড়া ;টমেটো সস ২ টেবিল মসলা ২ টেবিল চামচ ;লবণ স্ব তেল ২ টেবিল চামচ ;বেসন প

প্রণালী :

মুরগির বুকের fillet গুলো ম পাতলা লম্বালম্বি slice করে ছু দিয়ে ভালোভাবে ছেঁচে নিন □ নং পর্যন্ত সব মসলা মিক্স □ ভালোভাবে মাখানো হয়ে □ □ □ □ refrigerator এ রেখে filler এর গায়ে বেসন চেপে swallow তেলে হাল্কা আঁচে নিন।

পরিবেশন :

মুরগির চাপ গরম গরম পুরি সাথে খেতে দারুণ লাগে।

Mini Chicken Quic

Blue River Financial Services Pty Ltd

WORDS FROM OUR CLIENTS

Ted and Annette Batory

Willetton WA 6155

"We have known "Wahid Khan" for many years and during this time he has ensured our transition to retirement and eventually retirement itself has been a smooth and rewarding experience. His exceptional knowledge, helpful attitude, ability to explain clearly and take us through difficult things again if we were unsure, as well as listen carefully and respond to our concerns', means we had the upmost confidence in the planning he was doing for the both of us. We especially appreciate how Wahid always ensured we fully understood and were happy with the process before proceeding. Flexible meeting times and home visits made the whole process far more relaxing and he always made himself available for us to call at any time with concerns or questions. We will continue working with Wahid and based on our experiences, have no hesitation in recommending "Blue River Financial Services Pty Ltd" to anyone."

Our Services :

1. *Building Superannuation Assets.*
2. *Establishing a Home Loan that suits your individual needs (through a large range of providers).*
3. *Self-Managed Superannuation (SMSF)*
4. *Creating wealth through Investment planning.*
5. *Creating a Retirement Plan tailored to your goals and objectives.*

Raj Joarder **Wahid Khan**

মানবতা? কি লেখা হবে ইতি
রোহিঙ্গার ভূমিতে কখনো
ছিলোনা? সুচি নোবেল শান্তি
কি ইতিহাস থেমে যাবে? আম
জন জ্যান্ত স্মৃতি ভুলে যাবো?
শোনাবো বীরত্ব গাথা এমন স
কখনোই বীর ছিলেন না।

----------o---------

রাজলক্ষ্মীর ডা

শর্মিষ্ঠা সাহা

মফস্বল শহরের মেয়ে রাজ লক্ষ্
দিনে জন্ম বলে ঠাকুমা বড়
রেখেছিলেন রাজলক্ষ্মী । স্
পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক
প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক
তনুজার স্বভাবতই এমন নাম প
ইচ্ছে ছিল বড় সন্তানের একট
দেবার। তবে মায়ের উপরে ক
না কেউই। ভেবেছিল মেয়ে স্
সময় সুন্দর একটা নাম দেবে
মনে ছিল বিপরীত চিন্তা। লক্ষ্মী
আগেই তার ঠাকুমা মারা গে
আকস্মিক প্রয়াণে অসীম দিশে
মায়ের রাখা নাম বদলাবার মত

সে অসীম ও তনুজাকে অনুরোধ করল বাড়ী চলে যেতে । অসীমও বিষয়টি বুঝতে পেরে সকলকে সংগে নিয়ে রওনা হয় মন্দিরের বাইরের দিকে। ওদিকে কয়েকজন মিলে বিল্লালকে দাঁড় করিয়েছে। সে তখন আহত বাঘের মত চিৎকার করছে।

–আমিও দেখে নেব। কিছুতেই ছাড়ব না।

শুভ সহ্য করতে না পেরে বলল,

–কিন্তু তুমি যা করেছ সেটা মহা অন্যায়। মেয়েদের সম্মান করতে শেখ।

–এই চুপ, মালাউনের বাচ্চা ওই অসীম মাস্টারকে যদি দেশ ছাড়া করতে না পারি তো আমার নাম বিল্লালই না।

ঘটনাটা বেশিদুর এগোবার আগেই দুই পক্ষের বন্ধুবান্ধবেরা দুজনকে দুদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বিল্লালের হুমকি ধামকি চলতেই থাকে। আতঙ্ক, লজ্জা আর ঘৃণা নিয়ে অসীম পরিবারের সকলকে নিয়ে রওনা হয় বাড়ীর দিকে। মন্দির এলাকায় শান্তি ফিরে আসে। মা দুর্গা অসহায় মাটির মূর্তি হয়েই দাড়িয়ে রইলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়গ উঁচু করার ক্ষমতা তার হলো না।

ঘটনার আকস্মিকতায় পরিবারের সবাই যেন বাক্যহারা হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর কান্না কিছুতেই থামছে না। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে নীরবতা ভাঙলেন দিবাকর বাবু।

এদিকে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। বার্ষিক পরীক্ষার দিনগুলোতে বহু ঝামেলা করে ওদের স্কুলে নেয়া হয়।তনুজা কোন পথ না দেখে একদিন গেল নেতার কাছে বদলীর ব্যবস্থা করাতে। নেতার সহায়তায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই তনুজার বদলী হয়ে গেল। অসীম ইনভ্যালিড পেনশন নিয়ে কলেজের চাকরিটা ছেড়ে সাত পুরুষেন ভিটে মাটি ফেলে চলে গেল নতুন শহরে। দিবাকর বাবু একাই রয়ে গেলেন বাড়ী পাহাড়া দিতে।শুভ অসীমকে আশ্বস্ত করল সে নিয়মিত দিবাকর বাবুর খোঁজ খবর রাখবে।

লক্ষ্মী আর ঐশীর নতুন পরিবেশে শুরুতে মানিয়ে নিতে সমস্যা হলেও ধীরে ধীরে তাদের তৈরি হলো বন্ধু। কিন্তু ঘরে বসে থেকে অসীম কেমন খিটখিটে মেজাজী হয়ে উঠেছে । স্ত্রীর রোজগারে চলছে সংসার, এটা মেনে নিতে তার ভীষণ কষ্ট। একদিন যে চাকরিটা তনুজা ছেড়ে দিলে সে খুশি হতো, সেই চাকরিই এখন সংসারের উপার্জনের একমাত্র সম্বল।

বছর ঘুরে আবার এল দুর্গা পূজা। তবে অসীমের পরিবারর কেউ এবার আর পূজা দেখতে গেল না। লক্ষ্মী কিছুতেই ভুলতে পারেনি সেই ভয়াবহ স্মৃতি। যদিওবা মাঝে মাঝে ভুলে যায়,

–বাবা...

–কি হয়েছে?

"দেখ" বলে বাবাকে নজর দি
উপর। তারপর বাবার বুকে
করল কান্না।

পরদিন সকালে অসীম পরিব
বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাস থেকে ন
অদ্ভূত শিহরণ অনুভব করল
প্রাণের শহর – এর ছোঁয়াটাই
দুই হাত ওপরে তুলে জোড়ে
কতক্ষণ। দৃশ্যটি দেখে তনু
গড়িয়ে পড়ল আনন্দাশ্রু। বাড়ি
দিবাকর বাবু বারান্দায় শ